মাধবীদের ঈশ্বর

নন্দিনী হোসেন

১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৫

('মাধবীদের ঈশ্বর' উপন্যাস টি ধারাবাহিক ভাবে প্রতি মাসের ১৪ এবং ২৮ তারিখ প্রকাশিত হবে। একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত এটি আমার প্রথম উপন্যাস। পাঠকদের কাছে ভালো অথবা মন্দ যাই লাগুক জানাতে ভূলবেন না যেনো। উপন্যাস টি আমি উৎসর্গ করছি পৃথিবীর তাবৎ *মাধবীদের*
উদ্ধেশ্যে)

এরা দু'জন এখন ও বেঁচে আছে ,নাকি মরে গিয়ে ভূত হয়ে গেছে ,আমার ধন্ধ লাগে। চলমান ফসিল দেখতে ঠিক কি রকম হয় আমি জানি না। কিন্তু এদের কে দেখলে আমার অনুভূতি তে জেগে উঠে দু'জন চলাফেরা করে ঘুরে বেড়ানো দুই মানব ফসিল ! বুড়ো লোকটি খায় দায় কাজ কর্ম করে। গ্রামের হাটে যায়। টুক টাক বাজার সদাই করে। বাড়ির কলা টা মুলো টা নিয়ে হাটের এক কোনে বসে থাকে। বেজার মুখে। জড়োসড়ো হয়ে। পৃথিবীর তাবৎ কুণ্ঠা শরীরে ধারণ করে । সবার আগে গিয়ে বসে । ফিরে সবার শেষে। যেন কারো সাথে ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি করতে না হয় । যেন ভুলে ও কারো চোঁখে চোঁখ জোড়া আটকে না যায়। মুহুর্ত্যের জন্য ও । শরীরের অসাড় চামড়ায় নেই কোন কম্পন। কোন উঠানামা নেই।
বুড়ি ও খায় দায়। ঘুমায়। খুঁদ কুড়ো,লতা পাতা, রান্না বান্না করে। ঘর দোর নিকোয়। উঠান বাড়ি ঝাঁট দেয়। যা করতে হয় সবই করে । কেমন করে কি করে,তা তার নিজের কাছে ও অজানা। তবু খুব সন্তর্পনে মনযোগ দিয়ে দেখলে মনে হবে এ গুলোই বুঝি মহার্ঘ কাজ। এ ছাড়া বুঝি পৃথীবিতে আর কোন কাজ থাকতে নেই। আমি যে একজন জলজ্যান্ত মানুষ অনতিদূরে ঠাঁয় বসে আছি সেই কখন থেকে ,তা যেন কোন ব্যাপার ই নয় । যেন রোজ ই এরকম কত মানুষ এক ই ধরনের আবদার নিয়ে হত্যে দিয়ে পরে থাকে তার দাওয়ায়। এ দৃশ্য মোটেও নতুন কিছু নয়। আমি কথা বলার জন্য নানা ফাঁক-ফোঁকর অনুসন্ধান করি । আজ নিয়ে তিন দিন হলো আসছি। প্রতিদিন সকাল দশটার দিকে আসি। এসে বসে থাকি। বসেই থাকি। কাজ কিছু হয় না। তবু আশা ছাড়ি না। নেশাগ্রস্থ ভুতের মত বসে থাকি । ক্ষুধা তৃষ্ঞা গ্রাহ্য করি না। এর মধ্যে দু'তিনবার মা'র তাগাদা নিয়ে লোক এসে ঘুরে যায় । আমি তাকাই না। কথা বলি না। শুধু হাত নেড়ে রাগত ইশারা করি বিদেয় হওয়ার জন্য। যে নিতে আসে খানিকটা ইতস্তত করে চলে যায় ।
মাথার উপর গলে গলে পরা আগুনের মত রোদ। দাওয়া থেকে উঠে আমি উঠোনের কোণের কাঠাল গাছটির তলায় গিয়ে বসি। হাওয়ার আশায়। মাধবীর মা বাবা এখন কেউই বাড়িতে নেই। গোসল করতে গেছে। বিধবা মেঝ বোনটি আছে শুধু। রান্নার চুলো থেকে ধোঁয়া পাক খেয়ে উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে। আমি ভিতর টা এখান থেকে ঠিক দেখতে পাচ্ছি না। তবু আন্দাজে বুঝতে পারছি মালতি দি এখন ভাত অথবা কিছু একটা রান্নায় ব্যস্ত।
আমার যত কথা সব তার সাথেই। আমার সাথে সে কথা বলতে খুবই উৎসাহী,কিন্তু বার বার কথার খেই হারিয়ে ফেলে। আনমনা হয়ে যায় কিছু একটা বলতে বলতে। একটা ত্রস্ত শংকিত ভাব কথা বলার ভংগিতে। মাঝে মাঝে কি বলে আমি শুনতেই পাই না। তার এমন ফিসিফিস কথা বলা টা যে আমার

একদম পছন্দ নয়,এটা সে বুঝতে পারে। মাঝে মাঝে আমার বিরক্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকে অদ্ভুত চোঁখে। তারপর এমন ভাবে চুপচাপ বসে থাকে,যার অর্থ, আমার এই পছন্দ না করাটাই একটা মস্ত অপরাধ।
গলায় পানির জন্য কাতরতা টের পাই। এক ফোটা ও বাতাস নেই । চামড়া পূড়ে যেন নাড়ি ভূড়ি সেদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমি বসেই থাকি । সামনের একফালি রাস্তা যতটুকু দেখা যায় সেই দিকে তাকিয়ে। বাড়ির ভিতরের দিকের রাস্তায় একটা রক্ত জবার গাছ। তাতে একটা কাক বসে আছে। ভঙ্গীতে একটা উদাস উদাস ভাব। বেশিক্ষণ দেখা যায় না। মন খারাপ হয়ে যায়। এরকম একটা তপ্ত দুপুরে কাকটা অন্য কোথা ও আস্রয় না নিয়ে এমন বিষন্ন মনে এই গাছটায় ই কেন বসে আছে, আর তো কোন কাক নেই আশে পাশে,অন্তত আমি দেখছি না। অবশ্য কাকদের জীবন ধারা আমার তেমন একটা জানা নেই। নিজেকেই কি জানি আমি.....

ক্রমে বোঝতে পারছি,আমি আসলে কোন দিশা না পেয়েই এখানে বসে আছি।
বুড়ো বুড়ি দুজনেই পুকুর থেকে গোসল সেরে এই মাত্র ঢুকল বাড়িতে। ভিজে কাপড় গায়ে ইতিমধ্যেই অনেকটা শুকিয়ে গেছে। দু'জন অতি সন্তর্পণে আমাকে পাশ কাটিয়ে গেল। তাকাল কি তাকাল না ঠিক বুঝা গেল না। আমার সাথে যা কিছু কথা সব প্রথম দিন ই হয়েছিল। তা ও খুব সামান্য ই। তারপরই তারা ভয়ানক সতর্ক হয়ে গেছে। কে যেন তাদের কে সতর্ক করে দিয়েছে, যেন তারা মুখে কুলুপ এটে থাকে। যেন ভাব করে আমি পাগল জাতীয় কেউ। সাধারণ বুদ্ধি শুদ্ধি নেই আমার। পাগলদের কথায় কান দিতে হয় না। পাগলেরা কত কিছুই বলে। যার কোন মাথা মুন্ডু নেই। ভালো মানুষেরা তাদের কথাবার্তা,কাজকর্ম নিয়ে হাসাহাসি করে।
হাত ঘড়িটা দেখি এতক্ষনে। বেলা প্রায় তিনটা। আমি অবাক হই। এতটা সময় বসে ছিলাম ভেবে। মালতীদি ও আজ তেমন একটা আমার পাশে আসে নি। কাজের উছিলায় পালিয়ে পালিয়ে থেকেছে সারাক্ষন।

২

উঠে দাঁড়াই আমি। এখন যাওয়া দরকার। আর বসে থাকা যায় না। রোদের হল্কা তেমনি প্রবল। আমার সাথে অবশ্য ছাতা আছে। তবু তা ঝোলা থেকে বের করতে ইচ্ছে হয় না এই মুহুর্ত্যে। কাউকে কিছু না বলে আমি হাঁটতে শুরু করি। মালতিদি কে বলে গেলে হতো। একটু ইতস্তত করি দাঁড়িয়ে। কিন্তু এদের কাউকে দেখা যাচ্ছে না। থাক। বলে কি ই বা হবে। কাল আবার আসব। যতদিন আমার কাজ না হবে ততদিন আমাকে আসতে হবে। আমি অপেক্ষা করব। দরকার হলে যা যা করতে হয় তাই করব।
সবে মাত্র বাড়ি থেকে বের হয়ে বড় রাস্তায় পা রেখেছি,টের পাই কে যেন পিছনে দৌড়ে আসছে। মাথাটা ঘুরিয়েছি কি না,হুড়মুড় করে প্রায় আমার গায়ের উপর এসে পরে আগন্তক। মালতিদি।
কি ব্যাপার মালতিদি ?
ব্যাপার কিছু না,আসলে.......।
আমি কোন কথা না বলে জিজ্ঞাসু চোঁখে তাকিয়ে থাকি। মালতিদি হাঁপায় কিছুক্ষন। আসলে সে কথা হাতড়ায়, হাঁপানোর ভান করে।
কি বলবে বল। দেখছ না কি রোদ। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না।
মালতিদির চেহারা টা যেন মুহুর্ত্যের জন্য একটু ম্লান দেখায়। পরক্ষনেই হেসে উঠে।
তোমার কি অইছে ? তুমি যে ক্যেমন মাইয়া কিচ্ছু বুঝি না.....
ওহ ! তুমি এ'সব কথা বলতে_দৌড়ে এসেছ?

ওমা কি কও !
বলেই ফিক করে হেসে ফেলে। আমি এবার রেগে যাই,অথবা রাগের ভান করি।
আচ্ছা মালতিদি তুমি এত হাসতে পার কি করে? আমার প্রশ্নের মধ্যে কিছু একটা ছিল হয়ত,মালতিদি কেমন যেন কুণ্ঠিত হয়ে পরে। মুখটা বিষ ন্ন দেখায়। তবু আমার এই প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে বলে,
নদী তুমি আর না আইলে অয় না ? আমরা যেমুন ছিলাম,অম নি থাকি ?...... আমার বাঁচনের বড় সখ গো নদী। পিথীবিটারে অনে-ক অনে-ক দিন ধ ইর‍্যা দেখতে বড় সাধ.....
কথা গুলো খুব দ্রুত উচ্চারণ করে -যে রকম দৌড়ে এসেছিল, ঠিক সেভাবে চলে যায়। আমাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই। আমি খানিক্ষন তার দৌড়ে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকি। তাকিয়েই থাকি। অনন্ত কাল যেন চলে যায়। পায়ের নীচে বয়ে যায় যেনো রাক্ষসী নদীর স্রোত !আমি টাল-মাটাল পায়ে বাড়ির পথ ধরি ....।

বাড়িতে প্রবেশের মুখে এসেই বেশ একটা উৎসবের আমেজ পাই। অনেক লোকজনের কথাবার্তার হাল্কা কোলাহল আসছে বাড়ির ভিতর থেকে। কারা আসতে পারে? অবশ্য অনেকেরই আসার সম্ভাবনা আছে। ভাবতে ভাবতে যখন একটু জোড়ে পা চালাচ্ছি,দেখি একটু দূরে গন্ধরাজ ফুলের গাছটার পাশে দাঁড়িয়ে সখিনা হাসছে আমার দিকে তাকিয়ে । দন্তগুলো তার পূর্ণ বিকশিত।
কি রে,তুই এখানে কি করিস?
আফা আফনে এত দেরি করচেন ক্যান? অনেক মেমান আইচে গিয়া দেখেন। কথা গুলো বলেই সে আর দাঁড়ায় না। যেন অতীব একটা গোপনীয় সংবাদ আমাকে জানানোর জন্য এতক্ষন কষ্ট করে দাঁড়িয়ে ছিল ! আমি আসাতে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। বেশ মজা লাগে আমার। আমি ও দ্রুত হাঁটি তার পিছু পিছু।

৩

জমিয়ে আড্ডা বসেছে মায়ের ঘরে । খাওয়া দাওয়ার পর্ব শেষে সবাই গালগপ্পে ব্যস্ত । ঢাকা থেকে আমার মামা,মামি,মামাত ভাই রা এসেছে। আমাকে দেখা মাত্র সবাই একযোগে হৈ চৈ শুরু করে দেয়। ক্লান্ত ভঙ্গিতে বিছানার এক কোণে বসে পরি। হাতের ঝোলা টা সরিয়ে রাখি এক পাশে। সবার নজর ঝোলাটার দিকে। বেশ কৌতূহল নিয়ে তাকাচ্ছে। যেনো কি না কি গোপন নিষিদ্ধ জিনিষ আছে এটার ভিতর !
আগে খেয়ে দেয়ে তারপর বস এসে। হাত মুখের কি ছিরি হয়েছে দেখো । এই সখিনা, সখিনা ......। সখিনা আসলে তাকে বেশ ধমক টমক দিয়ে মা আমাকে ভাত দিতে বলেন। আমার কেমন যেন অচেনা লাগে মাকে। মাঝে মাঝেই লাগে অবশ্য। আজ নতুন না।
আমার দিকে ফিরে বলেন,
যাও তাড়াতাড়ি গোসল টা সেরে নাও। বাথরুমে গরম পানি দেওয়া আছে। ঠান্ডা হয়ে যাবে।
মা আজকাল আমাকে বেশিরভাগ সময় ই তুমি করে বলেন। কারণ বেশির ভাগ সময় তিনি আমার উপর রেগে থাকেন । মামী কিছু বলতে চান,আমি হাতের ইশারায় তাঁকে থামিয়ে রুম থেকে বের হয়ে যাই।
ভীষন ইচ্ছা করে পুকুরের টলটলে পানিতে ইচ্ছামত ঝাঁপাঝাঁপি করে গোসল করি। পূকুরে সাতার রত মানুষদের দেখতে খুব ভাল লাগে আমার । বিশেষ করে এখানকার বাঁচ্চা রা পর্যন্ত কি অপূর্ব দক্ষতায় সাতার কাটে। দেখে ভারি আনন্দ হয়। মনে হয় আমি ও ঝাঁপ দেই পানিতে । ওদের সাথে দাপিয়ে কাটাই সারাটা সময় । কিন্তু আমি তো পুকুরে নামতেই ভয়ে মরে যাই। আমার এত অক্ষমতা সবকিছুতে! আমি কেন এদের মত এত সহজ স্বাভাবিক জিনিষ গুলো পারি না ! অথচ আগে ভাবতাম, কত কিছুই না জানি ! কত কিছুই না পারি আমি !

তাড়াহুড়ো করে বালতির তোলা পানিতেই গোসল সেরে নেই। এতক্ষনে মনে হচ্ছে ক্ষিধায় ভিতরটা তোল পাড় শুরু হয়েছে।
খাবার টেবিলে বসার একটু পরই মামী এসে একটি চেয়ার ধকল করে বসে পরেন। আমি চুপচাপ খেয়ে চলি অনেকটা যন্ত্রের মত। কান দু'টি সজাগ রাখি।
নদী, কাল আমাদের সাথে ঢাকায় চলো। এবার তো এসে অব্দি তোমাদের এই বাড়িতে গেড়ে বসেছ। তিন সপ্তাহ হয়ে গেল না? গলার স্বর যত টা হাল্কা চালে রাখা সম্ভব ,মামী সেটা রাখতে সচেষ্ট হন। তবু আমার কাছে যে তাদের ষড়যন্ত্র গোপন থাকে না,তা তিনি ও বুঝতে পারেন। আমার হঠাৎ হাসি পেয়ে যায়।
আচ্ছা মামী, মা আপনাদের খবর দিয়ে আনিয়েছেন না?
আমার হাসি তিনি গায়ে মাখবেন না এমন একটা ভাব করে মামী বলেন
কেন? আমরা কি আসতে পারি না? তুমি না তুহিন কে লন্ডন থেকে আসার আগে ই-মেইল করে জানিয়েছিলে এবার সুন্দর বনে যাবে ঘুরতে? সে তো সব ঠিক করেই এসেছে তোমাকে সাথে নিয়ে যাবে বলে।
কথা গুলো শেষ হতে না হতেই তুহিন ও এসে হাজির।
আপু রেডি হয়ে নাও। কাল ই রওয়ানা হচ্ছি আমরা। সাত দিনের সুন্দরবনের ট্যুর ঠিক করে এসেছি। প্যাকেজ ট্যুর । আমি,তুমি ,আম্মা আর আমার বন্ধু খালেদ ও তার পরিবার। মানে তার ছোট বোন আর মা বাবা। ব্যাস। খুব ভাল লাগবে তোমার। ক্যামেরা ট্যামেরা সব ঠিক আছে তো? না হলে আমাকে বল। যাবার আগে সব ঠিক করে দেব।

আমার কোথাও যাওয়া হবে না তুহিন। তোরা যা। অন্যবার আসলে দেখা যাবে। আমার স্বরে একটা ধাতব ভাব ছিল,যা আমার নিজের কানে ও বেখাপ্পা লাগে। পরিবেশ টা খানিকটা হাল্কা করার জন্য হেসে বলি,
তুহিন রাগ করিস না ভাই। আমি যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না এবার। আমার জন্য তোদের ও যাওয়া হবে না,এটা আমার ভাল লাগবে না। ঠিক যখন করেই ফেলেছিস,তুই মামী কে নিয়ে ওদের সাথে চলে যা।
তুহিন আমার কথা গুলো শুনে ছোট্ট করে বলে
ওহ । তুমি যাবেই না তাহলে ?
আমি কিছু না বলে দু'দিকে শুধু মাথাটা নাড়ি। মামী এতক্ষন চুপ করে আমাদের কথা শুনছিলেন। এবার বলেন, তুমি যখন যাবেই না ঠিক করে ফেলেছ,তাহলে আর কি করা। কিন্তু বুবু খুব আশা করেছিলেন.........
তুহিন মামীকে চোখঁ ইশারা করে,আমার চোঁখ তা এড়ায় না। আমি হেসে ফেলি। মাকে আমি বুঝিয়ে বলব মামী। আমি এবার ঘুরতে আসি নি। আমার একটু অন্য কাজ আছে। আর মাত্র তিন সপ্তাহ আছি। এর মধ্যে যদি কাজ টা হয়ে যায়, তখন ঘুরতে আমার কোন আপত্তি থাকবে না। কিন্তু এখন নয়। এই মুহুর্ত্যে নয়।
আমি উঠে পরি টেবিল ছেড়ে। তুহিন বেড়িয়ে যায় রাদ কে নিয়ে গ্রাম ঘুরে দেখবে বলে। মামী বসেই থাকেন। তাকে খুব ম্লান দেখায়। আমার বড় অদ্ভুত লাগে। কি এমন ব্যাপার যে এরকম গোমড়া চেহারা বানিয়ে বসে থাকতে হবে !

কাল মামারা চলে যাবার পর থেকেই মা আমার সাথে কেমন যেন ব্যবহার করছেন। কথা প্রায় বলছেনই না। আমি অবশ্য তাতে খুশিই। একটু শান্তিতে থাকা যাচ্ছে। চুপচাপ। নিজের মত করে।
মামাদের রাতে থাকার কথা ছিল,কিন্তু থাকেন নি শেষ পর্যন্ত। আমি না যাওয়াতে তাদের সব আগ্রহ যেন হারিয়ে গিয়েছিল। তবে একটা ব্যাপার আমি লক্ষ্য করেছি। মামা কিন্তু একবার ও আমাকে যেতে বলেন নি। কেমন একটা প্রস্রয় আমি টের পেয়েছি তার কথাবার্তায়। তিনি অন্যদের মত আমাকে আমার কাজ

নিয়ে কিছুই জিজ্ঞেস করেন নি। আমি তাতে সস্তিবোধ করেছি। আমি সব সময়ই আমার এই মামাকে একটু আলাদা চোঁখে দেখি। আমি খেয়াল করেছি,তিনি অন্যদের মত নন। অনেকে তাকে বলে আত্বকেন্দ্রিক। খানিকটা দাম্বিক ও। তবে,আমার ধারণা মানুষ তাকে ভুল বুঝে। তিনি খুব জ্ঞানি এবং সরল। নিজে যেমন শ্রদ্ধা আদায় করতে জানেন,জানেন অন্য কে,পছন্দ না হলে ও অন্যের মতামত কে শ্রদ্ধা করতে ও। মামার এই গুন টাই আমার ভাল লাগে বেশি।

বিকালে প্রায় প্রতিদিনই আমি সখিনা কে সঙ্গি করে হাঁটি। আমরা হেঁটে অনেকদুর পযর্ন্ত চলে যাই। একেক দিন একেক দিক ধরে শুরু করি। পথে অবশ্য শুধু আমরা দু'জন ই থাকি না। আর ও অনেকেই পথ চলার বন্ধু হয় আমাদের। সারা গ্রামের সব বাঁচ্চা-কাচ্চাদের কাছে দেখা যায়,আমি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছি। প্রথন প্রথম দুর থেকে দাঁড়িয়ে পরম আগ্রহ নিয়ে আমাদের হাঁটা দেখত কেউ কেউ। আমি রাস্তায় থেমে তাদের কে ডেকে ডেকে যখন নানা কথা বলতে শুরু করলাম,তখন এক আধটু লজ্জা পেলে ও,পরে দেখলাম আমার বৈকালিক ভ্রমনের সঙ্গি সাথী বেশ ভালই জুটছে।
আমরা নানা মজা করতে করতে,কথা বলতে বলতে পথ চলি। বাড়ির ভিতর থেকে অথবা রাস্তায় দাঁড়িয়ে কোন কোন পথচারী আমাদের কান্ডখারখানা বেশ মনযোগ দিয়েই দেখে। বিশেষ করে আমার মত প্রায় বহিরাগত একজনের সাথে এই সব পিচ্ছি-পাচ্ছা দের কি এমন কথা থাকতে পারে, তা তাদের মাথায় কিছুতেই ঢুকে না। আমার এসব বন্ধুদের কারো কারো কাছে শুনেছি,তাদের কে ডেকে নিয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে কি এত কথা আমার সনে ! বোঝতে বাকী থাকে না এর মধ্যেই আশেপাশে নানাকথা চাউর হয়ে গেছে আমাকে ঘিরে। মায় জ্বীনে ধরা পর্যন্ত !
আমরা হাঁটতে হাঁটতে একটা বিরাট বট গাছের তলায় এসে পরি। আসলে এখানে গাছ বেশ ক'টি। সব গুলোই খুব বিশাল এবং পুরোনো । এই এলাকাটা ঠিক গ্রাম নয়। শহরতলি। মোটামোটি শহরের সব সুবিধা এখানকার মানুষেরা ভোগ করে। আবার একটা গ্রাম গ্রাম ভাব ও আছে। আমার দারুন পছন্দ জায়গাটা। থাকার জন্য বেশ আদর্শ । গ্রাম শহরের মাঝামাঝি একটা কিছু। আধুনিক সুবিধাগুলোর সাথে অবারিত মুক্ত হাওয়া বাতাস। যা শহরে বিরল। থাকার জন্য এ রকম জায়গায় আমার পছন্দ। কিন্তু এখানে থাকা আমার হবে না। কোনকালে ও।
আফা ছলেন এহন। খালাম্মায় রাগ করবো। আন্দাইর অইয়া আসতাছে। এহনই রাইত নামব।
সখিনার কথায় আমার ঘোর ভাঙ্গে।
ওরে ব্বাবা কি বললি তুই? এহন ই রাইত নামব? খুব সুন্দর কথা বলিস তো। আমার কথায় সখিনা লজ্জা পায়।
চল,তাহলে আজ ফিরি। অন্যেরা ও আমাদের কথায় সায় দেয়। কিচির মিচির করে যার যার নীড়ে ফিরতে থাকা পাখি যেন ওরা ! ওদের কলকাকলিতে ভরে থাকে সারাটা পথ। বুক ভরে শ্বাস নেই আমি।

৪

আপনি কি কাউকে ভয় পান? এখন ও কি মনে করেন এই সব কথা বলায় বিপদ আছে? মানে বিপদ হতে পারে আপনাদের?
কোন সাড়া শব্দ নেই । আমার কথার কোন উত্তর আসে না। মৃদু শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া।
আমি তো কতবার বলেছি আপনাকে,আমি শুধু কি ঘটেছিল সেদিন তাই শুনতে চাই। শুধু শুনব। আর কিছুই না। কাউ কে কিছু জানাব না। আপনি আমাকে কি বলেছেন তা কেউ জানবে না। কিন্তু আমার

জানাটা খুব দরকার। খুব। খুব ই।
আমার কথা গুলো ঠিক বুঝতে পারেন কি না ধরতে পারি না । আগের মতো ই নিঃশব্দ । আমি মরিয়া হয়ে উঠতে থাকি ক্রমশ। আমি যা কখন ও করি না , আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজ করে বসি। আমি উনার হাত দু'টি চেপে ধরি। বেশ জোড়ে চেপে ধরেছি,তা এক সময় নিজেই টের পাই। লজ্জা লাগে নিজের এ অচেনা আচরনে। হাত ছেড়ে দেই। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকেন বাক্যহীন হয়ে । হঠাৎ এই জু'টি কে আমার খুব পাষান মনে হয়। অথবা এরা দু'জন হয়ত আদৌ বেঁচে নেই। শুধু দেহটা ঘুরেফিরে চলে। খায় দায় ঘুমায়। অনুভূতিহীন এক_খোলসের ভিত র বন্দি দুজন মানুষ। অনুভভূতিহীন ?
আমি এদের কখন ও কোন অনুভুতি প্রকাশ করতে দেখি নি ! সেই সেদিন টি থেকে আজ পর্যন্ত !
চেহারায় অনুভুতির কোন পরিবর্তন আমার নজরে পরে নি কখন ও। আর কেউ এসব খেয়াল করে কি না আমি জানি না। কিন্তু আমি করি। যতই যৎসামান্য আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হোক না কেন। আসলে দেখা সাক্ষাৎ বলতে যা বুঝায়,তা তো নয়। তবু যখনই দেখা হয়েছে,হয়ত তাদের বাড়ির আশেপাশে বা অন্য কোথাও,অন্য কোন রাস্তায়। মনে আছে ,পঞ্চম শ্রেনীতে পড়ার সময় তাদের বাড়িতে আমি একবার এসেছিলাম প্রায় লুকিয়ে । আমার সহপাঠি তাদের ছোট মেয়ে মিনতির বিয়েতে। কেউ যেন এ বাড়িতে ঢুকতে আমাকে না দেখে,তাই তাদের বাড়ির পিছনের খালের ছোট্ট সাঁকু পেড়িয়ে,বাঁশ ঝাড়ের ভিতর দিয়ে। অত্যন্ত সংকোচিত ভংগীতে,দুরুদুরু বুকে এসে দাঁড়িয়েছিলাম তাদের বাড়ির উঠোনে। একটু ভয় ও যে না হয়েছিল,তা নয়। মনে হয়েছিল আমি এখানে বেমানান অবাঞ্চিত। এরা
কেউ যদি এখন আমাকে চলে যেতে বলে,যদি বলে কেন এসেছি? কে আসতে বলেছে?
নাহ,কেউ কিছু বলে নি। এদের কেউ আমাকে আমন্ত্রন করেনি সত্যি। শুধু মিনতী আগের সপ্তাহে স্কুল শেষে বলেছিল,সে আর স্কুলে আসবে না। তার নাকি বিয়ে !
বিয়ে ! মিনতির !
আমি অপার বিস্ময় বোধ করি। আমার বিস্ময়ের কথা তাকে কিছু বলি না। নির্বোধ বালিকার মত মুখ বানিয়ে তার বাকি কথাগুলো শুনার জন্য কান খাড়া করে রাখি। সে বিষন্ন মনে বলে,যে লোকটার সাথে তার বিয়ে হবে ,তার নাকি আর ও একটা বিয়ে হয়েছিল। বউটা বাচ্চা জন্ম দিতে গিয়ে মরে গেছে। তাই আবার বিয়ে করা। আমি মোটামোটি অভিভুত হয়ে তার এসব কথা শুনি ! আমার কেন যেন মনে হতে থাকে মিনতি বিষন্ন হওয়ার ভান করছে। সে আসলে ভিতরে ভিতরে বেশ খুশী। কেন এমনটা মনে হলো,তা জানি না ।
আমি তার কাছ থেকে বিয়ের দিনক্ষন জেনে নিয়ে ঘোষণা করি,আমি তার বিয়েতে যাব। সে হাসে। অবিশ্বাসের হাসি। তার অবিশ্বাস কে আমি পাত্তা দেই না। সে তো আর জানে না আমি এ সুযোগ কখন ও হেলায় হারাবো না। হঠাৎ করে আমি অনুভব করি,আমার ভিতর এক ধরনের আনন্দের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। আমি একটু ও দুঃখিত হই না তার এই বিয়ের খবর শুনে। যেনো কতই প্রত্যাশিত ছিল! এমন একটা খবর আজই জানবো,তা যেনো আমার জানাই ছিল। যেনো,খুবই স্বাভাবিক এই বিয়েটা !

কখন যে মালতিদি এসে আমার পাশে বসেছে আমি টের ও পাইনি। আমার পিঠে তার একটি হাতের উপস্থিতি বুঝতে পেরে আমি মাথা তুলে তাকাই। তার চোঁখ ভেজা মনে হয়। একটু আগেই সে হয়ত কেঁদেছে। নিঃশব্দে। কারণ আমি কান্নার কোন শব্দ পাই নি। তাদের একটি মাত্র ঘর। পিছনে এক চিলতে রান্নার জায়গা আছে আলাদা করে বেড়া দেওয়া।
এই একটি মাত্র ঘরেই তাদের তিন জনের শোয়া,বসা, ঘুমানো । সবই। আমি বসে আছি এই ঘরেই। ছোট্ট একটি জল চৌকির উপরে। সবার নিঃশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত সবাই শুনতে পাচ্ছে। মালতি দি নিশ্চয় গোপনে চোঁখের পানি মুছেচে ।

তোমার কি অইছে নদী ? ক্যান তুমি এইসব জানতে চাইতেছ? জাইন্যা তোমার কি লাভ,বইল্যাই আমাগ লাভ কি কও ? এই বুড়ো-বুড়ি খুউব কস্ট কইরা বাইচ্যা আছে নদী। কয়ডা দিন ই আর এরা বাঁচব কও? থাউক না একটু শান্তিমতন !

শান্তিমতন !শান্তি ! কি বলে মালতিদি ? আচমকা একটা ধাক্কা লাগে মনের মধ্যে। আমি ছিটকে উঠে দাঁড়াই।

মালতিদি সত্যি করে বল তো উনারা শান্তিতে আছেন ? ছিলেন কখন ও? শান্তি কি জিনিষ ,কাকে বলে তারা জানেন কি না,তাদের জিজ্ঞেস করেছ ? এত ভয় কেন মালতিদি? এত ভয় আমি যে সহ্য করতে পারি না। এমন ভয়ের চেয়ে তো........।

আমার গলার স্বর উচ্চগ্রামে উঠতে থাকে। আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারি না। বড় অস্থির লাগে। পায়চারি করি। দ্রুত থেকে দ্রুততর হয় আমার শ্বাস-প্রশ্বাস। হাতের আঙ্গুল গুলো নিয়ে কি করব ভেবে পাই না। বার বার হাতের মুঠো খুলি আর বন্ধ করি।

মালতিদির বাবা দাওয়ায় বসে হুকো টানছেন। আমি আসার পর থেকে একবার ও ঘরের ভিতর ঢুকেন নি। আমি বুঝতে পারি তাদের খুব অসুবিধা হচ্ছে। আমি যে এখন নতুন বুঝলাম,তা নয়। কিন্তু এ মুহূর্ত্যে এসব উপেক্ষা করা ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই। অনেক গুলো বছর পর,আমি এবার যে জন্য দেশে ফিরেছি,তা আমাকে করতেই হবে। শুধু কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর জানা। যা আমাকে তাড়িয়ে ফিরছে সারাজীবন ধরে। এক অস্থির মানুষে রুপান্তরিত করেছে। করেছে অন্যের কাছে দুর্বোধ্য,অশান্ত এক মানুষ ।

একদিনে সিদ্ধান্ত নিয়ে,আমি হুট করে চলে আসিনি। তার জন্য আমার মনের সংগোপনে অনেক গুলো বছরের ধারাবাহিক প্রস্তুতি ছিল।

আমি ভয়ানক দুঃস্বপ্নের ভিতর দিয়ে হেঁটে পার করেছি এত গুলো বছর। এবার আমাকে এই দুঃস্বপ্নের জাল ছিঁড়ে ফেলতে হবে। আমি কবর দিতে চাই চিরদিনের মত এই দুঃস্বপ্ন কে ।

নিজেকে ফিরে পেতে চা ই । মানুষে বিশ্বাস আনতে চা ই। আমি বাঁচতে চাই । স্বাভাবিক বাঁচা । আমি খুঁড়ে দেখতে চা ই, কীটেদের দংশনে দংশনে কতখানি গভীরে ক্ষয়ে গেছে জীবনের পলি মাটি । আমি বসে থাকি মেঝেতে । মাটিতে আঁকিবুকি কাটি । মালতিদি কে দেখি। আমি এই বাড়ির বুড়ো প্রায় কূজোঁ হয়ে যাওয়া লোক টাকে দেখি । আমি দীর্ঘ নির্বাক আমার অনতিদূরে বসা প্রায় ক্ষয়ে যাওয়া এই বুড়িকে দেখি । আমি চাটাইয়ের ভিতর থেকে বের হয়ে থাকা মাধবীর ফর্সা পা দেখি !অথবা ,আমি এসবের কিছুই দেখি না । শুধু নিজেকে দেখি। কীটে খাওয়া নিজের ক্ষত বিক্ষত শরীর দেখি।

মালতিদি স্পষ্ট আমার উপর বিরক্ত হয় । তার চোখে আমার চোখ বিদ্ধ হতেই,কেমন করে যেনো সে সাহসী হয়ে উঠে। এক ঝটকায় বসা থেকে উঠে দাঁড়ায় । কেন যেন আমি কেঁপে উঠি। কিছু বুঝে উঠার আগেই আমাকে হির হির করে টেনে নিয়ে যায় উঠানে । আমার হাতে ব্যথা লাগে।

আমি ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করি হাত ।

বাড়িত যাও নদী । খাড়াও এখানে। একটা লণ্ঠন আনতাছি । আমি কিছু বলতে গেলে মালতিদি ঝাঁঝের সাথে বলে,কোন কতা না । কিছু হুনবার চাই না আর । কেন খামকা এই ঘাটের মরা বুড়ো মানুষ গুলান রে মরে যাওয়ার আগেই মাইরা ফেলতে চাইতাছ ?

আমি আবার ও কিছু বলতে যা ই । আমার গলা ফুটে কোন কথা তো দুরে থাক,কোন শব্দ ই বের হয় না । মালতিদি আমার কোন কথার অপেক্ষা না করেই ফিরে যায় ঘরের ভিতর।

আমি কেমন এক বোবায় পাওয়া ঘোরের ভিতর দাঁড়িয়ে থাকি । দু'একটি শব্দ ভেসে আসছে বাতসে। ঘরের ভিতর থেকে । আমি তার কিছুই পরিষ্কার বোঝতে পারি না । উদভ্রান্ত বোধ করি । মনে হচ্ছে মাথার ভিতর রাশি রাশি মৌমাছিরা হুল ফোঁটাতে শুরু করেছে। আবার সেই ব্যথা

কি ফিরে আসছে ?
এক জোড়া ফর্সা পা । ঝুলে আছে চাটাইয়ের বাইরে। পা জোড়া মৃদু দুলছে। হাঁটার তালে তালে । হঠাৎ খুব পানি খেতে ইচ্ছা করে । আশ্চর্য্য মালতিদি এখন ও ফিরছে না কেন ? কত যুগ যেন দাঁড়িয়ে আছি । চরাচর জুড়ে অন্ধকার । আজ কি আমবশ্যা ? এত বছর বাইরে থেকে এসব ব্যাপার গুলো প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম।এদিকটাতে জনবস তি খুব বেশী নেই । ছাড়া ছাড়া ভাবে দু'একটা বাড়ি। এই মানুষগুলোর মতই নিঃসংগ দাড়িয়ে । সব গুলো বাড়িই ধুপা ,নাপিত ,কামার এই শ্রেনীর লোকেদের । মালতিদি রা কি আমি ঠিক জানি না । কারণ তাদের আমি এই রকম কোন কাজ করতে দেখিনি। পেশা হয়তো ছেড়ে দিয়েছে কোন কালে। এই বাড়িটি লম্বায় কিছুটা বড় ,কিন্তু পাশে একেবারে কম । আগে আর ও তিন চার ঘর ছিল। এখন মাত্র দু ঘর । মালতিদি আর সুনীল দের । তবে শুনেছি সুনীলের বেশ ডাট আছে । সে কলেজ থেকে আই এ পাশ করেছে বলে মালতিদি দের নাকি মানুষ বলে গন্য করে না । সে এখন শহরের এক প্রাইমারী স্কুলে রীতিমত মাষ্টারী করছে । এসবই অবশ্য আমার শুনা কথা । সুনীল কে কালে ভদ্রে দেখেছি। তা ও সেই ছোটবেলায় । তখন তার মধ্যে অহমিকার ভাব কিছুই দেখি নি । বেশ ভদ্র শান্ত স্বভাবের ই মনে হয়েছে । কতক্ষন যে ঠাঁয়
দাঁড়িয়ে এসব ভাবছি জানি না। হঠাৎ উঠোনে_ঘরের ভিতর থেকে আসা এক ফালি আলোর রেখা দেখে সম্বিত ফিরে পাই। রাত কত হলো কে জানে। হাতে আজ ঘড়ি টাও নেই । এত ক্ষণে ও মালতিদি ফিরলো না । আশ্চর্য্য তো ! কথাবার্তার যা দু একটি টুকরো আচড়ে পরছিল কিছুক্ষন আগে ও, তা এখন একদম ই নেই । সুনীলদের ঘরের দরজা বন্ধ আজ তিন চার দিন ধরে । তার মা আর বউ নাকি গেছে বউ এর বাপের বাড়ি বেড়াতে। সুনীল ও তাই তিনদিন ধরে বাড়ি আসে না । স্কুল শেষ করে শশুর বাড়ি রাত কাটাতে যায় ।
মালতিদি প্রথমদিন ই আমাকে কথার এক ফাঁকে সংবাদ টি দিয়ে ঠোঁট বেকিয়ে হাসে _। বলে,বোঝছ নদী ,সুনীলডা কেমুন জানি,বউ ছাড়া ব্যাডা এক দিন ও কাটাতে পারে না ! তাকে খুব বিরক্ত,তিক্ত মনে হয়। একবার খুব কারণ জানতে ইচ্ছা করে। কিন্তু কিছুই জিজ্ঞেস করি না। কিছু কিছু সময় চুপ থাকতে হয়। আমি চুপ থেকে তার চেহারার উঠা নামা,নানা আঁকিবুকি_দেখি।
নিশব্দ রাত । গাছের শুকনো ডাল পালায় মৃদু ঘর্ষনের শব্দ হয়। তার সাথে রাতের এক ধরনের গন্ধ মিলেমিশে আমার অস্তিত্ব কে যেন সমূলে নাড়া দিয়ে যায় । সম্মোহিতের মত পথ চলতে শুরু করি। আমার হাতে কোন আলো নেই । রাত ঠিক কত জানি না । হয়ত নয় টা ও বাজে নি। কিন্তু মনে হচ্ছে নিশুতি রাত বুঝি । এখানে যেনো কোন মানুষ বাস করে না । আমি একা হাঁটছি। হেঁটে চলেছি । আশ্চর্য্য আজ মা এখন ও পর্যন্ত নিশ্চিন্ত বসে রইলেন ! অন্যদিন সন্ধ্যা নামতে না নামতেই, কেউ না কেউ এসে হাজির হয় । আজ এতই মগ্ন ছিলাম,কেউ যে আসেনি তার কিছুই এতক্ষন খেয়াল করি নি । যাক। মা তাহলে আমার ব্যাপারে হাল ছেড়ে দিয়েছেন । ভাবতেই বেশ একটা উৎফুল্ল ভাব চলে আসে মনে। কেউ আমার পিছনে সারাক্ষন লেগে থাক,তা সত্যি পীড়াদায়ক ।
মালতিদির কান্ডটা ই বা কি । লন্ঠন আনতে বলে কেউ এমন লাপাত্তা হয়ে যায় ? আসলে এরা সবাই মিলে আমার সাথে ষড়যন্ত্র করছে ! আমি যেন চুপ হয়ে যাই । আমি যেন সবার মনের মত হই ! উলটা পালটা হাঁটতে গিয়ে মৃদু একটা হোঁচট লাগে পায় । এদিকটা বেশ খানিক ভিতরে। আমাকে আর ও কিছুপথ হেঁটে যেতে হবে । সবার উপর খুব রাগ হতে থাকে হঠাৎ.....

৫

'তোমাকে আসলেই বোঝা যায় না । তবে আমি সত্যি বলছি,আমি খুব চেষ্টা করেছি তোমার

জন্য কিছু একটা করতে। অন্তত তোমার পাশে থাকতে । কিন্তু আমি যতই তোমার পাশে থাকতে চেয়েছি, ততই তুমি দূরে সরে গেছো । গত কিছু দিন ধরে আমার কি মনে হচ্ছে জানো ? আমি মনে হয় তোমার উপর নিজের অজান্তেই জোর কাটাচ্ছি ! মনে হচ্ছে ,সময় এসেছে সরে যাবার । কখন ও যদি মনে কর আমাকে তোমার কোন প্রয়োজন, তবে যোগাযোগ করতে ভুলো না '....।

চিরকূটের শুরু তে কোন সম্মোধন নেই। শেষে ও নেই কারো নাম । তবু আমি জানি এটা কার লিখা। এ হাতের লিখা আমি সহস্র বার দেখেছি । তবু আমি এদের কারো কে চিনি না। অনেক দূরের মানুষ মনে হয় । আমি কাউ কে বিশ্বাস করতে পারি না । আমি কোন পূরুষ কে বিশ্বাস করি না । কারো কে না । কেমন গা ঘিন ঘিন করে এদের সান্নিধ্যে এলে । গলা শুকিয়ে যায়। শির শির করে সমস্ত স্নায়ু । সরিসৃপের মত ধূর্ত্য মনে হয় । যতদুর সম্ভব এদের এড়িয়ে চলতেই আমি অভ্যস্থ । আমার জীবন যাপনের ত্রিসীমানায় যথাসম্ভব পুরুষ নামক প্রজাতীদের দুরে রাখি। আমার জীবনে এই প্রজাতীর কোন প্রয়োজন অনুভব করি না । চিরকূট টি এক ঝলক দেখে কম্পুউটারের পাশে রাখা ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেটে ছুড়ে ফেলি । ফেলার সময় আমার হাতে এক ধরনের শক্তি ভর করে,যাতে মিশে ছিল অপরিসীম এক ঘৃণা। ছুড়ে ফেলে দিয়ে,বুক ভরে একটা নিঃশ্বাস টেনে নেই । যাক বাবা বাঁচা গেলো । আর ব্যাটা সারাক্ষন ঘ্যান ঘ্যান করবে না কানের কাছে । যেন কতই না দরদ আমার জন্য তার । ছোঁ ! আমি অনেক টা হাল্কা মনে রীনা কে ফোন করি । তাকে নিয়ে আজ আমার এক জায়গায় যাওয়ার কথা। তারপর একটা মুভি দেখতে যাবো ।
রিং বেজেই যাচ্ছে। বেজেই যাচ্ছে। কেউ ধরছে না । আশ্চর্য্য ! রীনাটার একদম কান্ডজ্ঞান নেই। হয়ত ভুলেই মেরে দিয়েছে । অথবা ভান করছে ভুলে যাবার । তার তো আবার নতুন প্রেমিক জুটেছে একটা । ব্রাজিলের ছেলে । দু'জনে একই অফিসে চাকুরী করে । নতুন যোগ দিয়েছে দু'জনেই। রীনার ভাব সাব দেখে প্রথম থেকেই আমার সন্দেহ হচ্ছিল কিছু একটা ঘটেছে । ফোন করলে ফোন ধরে না । প্রচুর মিথ্যা কথা বলে । দেখা প্রায় করছেই না । বললেই নানা অজুহাত দেখায় !
অবশেষে এক দিন আমার কাছে বমাল ধরা পরে গেলো। রিজেন্ট পার্কে কোমর পেঁচিয়ে ধরে দুজনকে হাঁটতে দেখে আমার গা জ্বলে যাচ্ছিল ! পারে ও বটে এই সব মেয়েরা ! এদের জন্য ই তো এই বদমাশ গুলো এত লাই পায় ! তারপর মাথায় উঠে দু'দিন পর ছুঁড়ে ফেলে দেয় । রীনা কে যে করেই হোক এই বদমাশ গুলোর খপ্পর থেকে বাঁচাতে হবে...... মেয়ে টার আক্কেল আর কবে হবে ! এসব কথা ভাবতে ভাবতে নিজের ভিতর এক রাজ্য বিষাদ টের পা ই । যা ইচ্ছা করুক গে,মরুক গে, আমার কি? এই কথাটি প্রায় জোরে জোরে উচ্চারণ করে যখন নিজের মন কে চাংগা করার চেষ্টা করছি,তখন ই দেখি সে ব্রাজিলীয়ান টা সহ আলহাদে আটখানা হয়ে
আমার দিকেই এগিয়ে আসছে । কাছে এসে এমন করে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিল ; যেন এটা কিছুই না । আমি যেন পরিচিত হতেই এখানে এসেছি...... এরকমই যেনো কথা ছিল আজ আমার সাথে !
ব্রাজিলীয়ান টা দেঁতো হেসে হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছিল আমার দিকে। যেনো আমি তার কত জন্মের পরিচিত...... অসহ্য ! বলতে ইচ্ছা করছিল 'দুরে গিয়ে মর শা-লা !

দাঁত কিড়মিড় করে আমি রীনার দিকে একটা তিরাশি শিক্কার ঘৃণার দৃষ্টি ছুড়ে দিয়ে হাঁটা ধরেছিলাম অন্য পথে । যদি ও স্পষ্ট টের পাচ্ছিলাম দু'জনের হতবস্ত,বিস্মিত চোঁখ জোড়া আমাকে পিছন থেকে বিদ্ধ করছে। বোঝতে পারছিলাম,আচরণটা একটু বেশী রুঢ় হয়ে গেছে। তবু নিজের মন তাতে মোটেই নরম হয় নি। বরং,রাগ যেন আরো উত্তরোত্তর বেড়ে যাচ্ছিল। কি ঢং ! যার তার হাতে আমি হাত রাখবো ...... বাড়ালেই হলো হাত ? হাতে কি আছে না আছে !

এসব ভাবতে ভাবতে এক নিঃশ্বাসে প্রায় অনেকটা পথ চলে এসে একটা বেঞ্চিতে বসি। এতক্ষনে নিশ্চয় আমার মাথা ঠিক নেই,মাথা খারাপ, ক্রেজি ইত্যাদি আর ও কত কিছু বলে দেতোঁ টাকে বোঝানো হচ্ছে ....!

একসময় উঠে বাসার পথ ধরতে ধরতে প্রতিজ্ঞা করি,জাহান্নামে যাক রীনা ! আমি আর কোন যোগাযোগ রাখব না ! কিন্তু, সে প্রতিজ্ঞা কোনমতে কায়ক্লেশে পাঁচ দিন টিকেছিল। রীনা ফোন করছে না দেখে আমি নিজেই হাঁপিয়ে উঠি। পাঁচ দিনের দিন বিকালেই কাজ থেকে বাসায় ফিরে ফোন করি। ফোনে নিজেকে যথেষ্ট সংযত রাখলে ও সপ্তাহ খানেক পরে যখন তার সাথে দেখা হলো, আমার আশংখার কথা না বলে থাকতে পারি নি। শুনে রীনা অবাক হবার ভান করেছিল । যেনো আমি কি না কি মাথামুন্ডু বলছি তার কিছুই সে বোঝতে পারছে না ! আমি ঝাঁঝের সাথে বলেছিলাম, এখন বোঝতে অসুবিধা হচ্ছে,পরে ঠিক ই বোঝবি । রীনা আমার মুখের দিকে কিছুক্ষন হা করে তাকিয়ে ছিলো। তারপর ভেজা ভেজা গলায় বলেছিল,তুই না আমার বন্ধু? বন্ধু হয়ে এমন করে বলতে পারলি ? এবার আমার অবাক হওয়ার পালা । আমি বললাম,মানে ? কি বললাম ?তুই কিছুই বোঝিস না এই ব্যাটা গুলোর মতলব ? বন্ধু বলেই তো বললাম ! এই সব ন্যাকা দুর্বল মেয়েদের জন্যই বদ ব্যাটরা এত আস্কারা পায় বুঝচিস?
আমার এহেন নানাবিধ মনতব্য শুনে রীনা পরে শুধু অদ্ভুত একটা কথা বলেছিল। নদী তুই কাউনসেলিং নে । তোর সমস্যা আছে এটা কি তুই বুঝতে পারছিস ? তোর জানা না থাকলে আমি ই না হয় কারো কাছে তোকে নিয়ে যাবো।
আমি বিস্ময়ে বেদনায় বিমুঢ় হয়ে তাকিয়ে ছিলাম অনেকক্ষন। আমার চোঁখের দিকে তাকিয়ে এ নিয়ে আর একটি কথা ও বলে নি সে। আমি ও আর কিছু বলি নি । তারপর থেকে আমার স্বভাবের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে আমি নীরব থেকেছি এ সব ব্যাপারে। অন্তত তার সাথে। ব্রাজীলিয়ানের সাথে তাকে দেখলে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলি। অবশ্য এরকম দেখা সাক্ষাত হয় খুব ই কম। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি আর মাত্র পয়ত্রিশ মিনিট আছে হাতে। এখুনি বেরুতে হবে। রিং হচ্ছে তো হচ্ছেই .....।

একাই বের হয়ে যাই। যেখানে যাবো বলে ঠিকানা নিয়েছি সেখান থেকে বেরুতে বেরুতে অনেক দেরী হয়ে যাবে । আজ আর মুভি টা দেখা হলো না .... এখন বাজে দুইটা চল্লিশ । পাঁচটায় মুভি শুরু ......।

চলবে ....